দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 MAR 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

কুমিল্লায় প্রায় ৩১ হাজার শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না

কুমিল্লা, ১৪ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–জেলার ৫টি উপজেলার ৩০ হাজার ৬শ' ৯০ জন শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায় না। বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এসব শিশু-কিশোরের মধ্যে বালকের সংখ্যা হচ্ছে ১৬ হাজার ২শ' ২৭ জন এবং বালিকার সংখ্যা ১৪ হাজার ৪শ' ৬৩ জন। এই হিসেব সরকারী। বেসরকারী হিসেবে এই সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশী। উপজেলা ৫টি হচ্ছে ঃ নাঙ্গলকোট, মুরাদনগর, ব্রাহ্মণপাড়া, চৌদ্দগ্রাম ও বরুড়া।

এই ৫টি উপজেলায় বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী বালক-বালিকার সংখ্যা হচ্ছে ২ লাখ ৩৩ হাজার ৭শ' ৫২ জন। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় এমন সৌভাগ্যবান বালক বালিকার সংখ্যা হচ্ছে ২ লাখ ৩ হাজার ৬২ জন। এসব বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে না যাবার প্রধান কারণ হচ্ছে পিতামাতা অথবা অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতা। দরিদ্র পিতা তার সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর পরিবর্তে মাঠের কাজে তাকে সহায়তা অথবা গরু রাখার কাজটি বেশী জরুরী মনে করেন। মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে এ ছাড়াও অন্য একটি ধারণা তাদের স্কুলে যাবার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তা হচ্ছে ঃ গ্রামের অভিভাবকরা এখনো মনে করেন মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটা অর্থহীন। এছাড়া শিক্ষা উপকরণের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি, স্কুল গৃহের স্বল্পতা, ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও কারণ হিসেবে কাজ করে।

মুরাদনগর উপজেলা থেকে ৫ মাইল দক্ষিণে আমপাড়া গ্রাম। এই গ্রামে কথা হলো বর্গচাষী আলী আকবরের (৪৮) সাথে। সে সময় তিনি ইরি ক্ষেতে নিড়ানির কাজ করছিলেন। ৩ পুত্র, ৩ কন্যার মধ্যে বড় পুত্রটি সাহায্য করছে পিতাকে। স্কুলের খাতায় তার নাম আছে। তবে নিয়মিত যাবার সময় হয় না। বড় কন্যা পুঁটলিতে পিতা ও ভাইয়ের খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে ক্ষেতের ধারে। সে কোন দিন স্কুলে যায়নি। আলী আকবর মনে করেন, কন্যাটির স্কুলে যাবার দরকার নেই। এর চাইতে রান্নার জন্য লাকড়ি জোগাড় করা আর ঘর-গৃহস্থালির কাজ শেখা অনেক জরুরী। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন নাম সই আর চিঠি লেখার মতো বিদ্যা মেয়েদের থাকা উচিত।

নাঙ্গলকোট উপজেলায় স্কুলে যাবার বয়সী বালক-বালিকার সংখ্যা হলো ৪২ হাজার ৯শ' ৮০ জন। এর মধ্যে স্কুলে যায় এমন বালক বালিকার সংখ্যা ৩৩ হাজার ৮শ' ৯৬ জন। বাকী ৯ হাজার ৮৪ জনের স্কুলে যাবার সুযোগ হয় না। স্কুলে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এই সংখ্যার মধ্যে বালিকার সংখ্যা ৪ হাজার ৮শ' ৮৯ জন। মুরাদনগর উপজেলায় স্কুলে যাবার বয়সী বালক-বালিকার সংখ্যা ৬৫ হাজার ৪শ' ৭৬ জন। স্কুলে যায় ৫২ হাজার ৬৭ জন। স্কুলে যেতে না পারা ১৩ হাজার ৪শ' ৯ জন বালক-বালিকার মধ্যে বালিকার সংখ্যা ৫ হাজার ৭শ' ৮২ জন। ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় স্কুলে যায় ২৫ হাজার ৫শ' ১৯ জন। স্কুলে যায় না ৫ হাজার ৪শ' ৯৮ জন,যার মধ্যে ২ হাজার ৪৭ জন বালিকা। এই উপজেলায় স্কুলগামী বয়সী বালক-বালিকার সংখ্যা ৩১ হাজার ১৭ জন। চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় ৫০ হাজার ৩শ' ৪৭ জন স্কুলগামী বয়সী বালক-বালিকার মধ্যে স্কুলে যায় ৪৯ হাজার ৩শ' ৪৯ জন। বাকী ৯শ' ৯৮ জন সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যার মধ্যে ৫শ' ৯৭ জন বালিকা। বরুড়া উপজেলায় ১ হাজার ১শ' ৪৮ জন বালিকাসহ ১ হাজার ৭শ' ১ জন স্কুলগামী বয়সী বালক-বালিকা স্কুলে যাবার সুযোগ পায় না। এখানে ৪৩ হাজার ৯শ' ৩২ জন বালক-বালিকার মধ্যে স্কুলে যায় ৪২ হাজার ২শ' ৩১ জন।

৩২টি শিক্ষকের পদ শূন্য

নাঙ্গলকোট, মুরাদনগর, ব্রাহ্মণ-পাড়া ও বরুড়ায় ৩২টি প্রাথমিক শিক্ষককের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ ১৫টি এবং সহকারী শিক্ষকের ১৭টি পদ রয়েছে।

উপজেলাওয়ারী শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা হচ্ছে ঃ মুরাদনগরে ৮ জন প্রধান শিক্ষক ও ৭ জন সহকারী শিক্ষক; নাঙ্গলকোট ২ জন প্রধান শিক্ষক ও ৪ জন সহকারী শিক্ষক; চৌদ্দগ্রামে ৪ জন প্রধান শিক্ষক ও ৬ জন সহকারী শিক্ষক ও বরুড়া ১ জন প্রধান শিক্ষক।